রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৪, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সড়ক ও রেলপথ বিভাগ

পরিবহণ অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ অগ্রহায়ণ ১৪১৭/১৫ নভেম্বর ২০১০

নং যোম/পরি-১(ট্যাক্সিক্যাব-৩০)/৯৭(অংশ-৪)-৫৪১—স্মারকমূলে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত "ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০" সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হ'ল।

শেখ মোঃ শামীম ইকবাল
উপ-সচিব (পরিবহন-১)।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

প্রস্তাবনা ঃ

ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনা সংক্রান্ত বর্তমানে বিদ্যমান আইন ও বিধিগত ব্যবস্থা, ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের মতামত/সুপারিশ, উন্নতমানের ট্যাক্সি সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা, যাত্রী সাধারণের প্রত্যাশা, ট্যাক্সিক্যাবের পরিচালন ব্যয়, ট্যাক্সি সার্ভিস বিষয়ে সরকারের সময় সময় গৃহীত সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করে রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস পরিচালনার জন্য এ গাইডলাইন প্রণয়ন করা হ'ল।

অনুচ্ছেদ-ক ঃ ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস প্রবর্তন

(১) রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবের সার্ভিস এলাকা, ট্যাক্সিক্যাবের প্রকৃত চাহিদা, সড়ক নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটি, সার্ভিসের মান ইত্যাদির ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। তবে আপাতত এর সার্ভিস এলাকা ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা (নারায়ণগঞ্জ, সাভার, টঙ্গী, মুন্সীগঞ্জ, দোহার পৌরসভা এলাকা, মাওয়া ফেরীঘাট, জয়দেবপুর চৌরাস্তা হয়ে গাজীপুর পৌরসভা এলাকা ও মানিকগঞ্জের আরিচা/পাটুরিয়া ফেরীঘাট), চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে কক্সবাজার জেলা শহর পর্যন্ত এবং সিলেট মহানগরী এলাকায় বিস্তৃত থাকবে। তবে সরকার মনে করলে এ সার্ভিস এলাকার পরিধি হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে। এ ছাড়াও প্রয়োজনে অন্য এলাকার জন্যও অনুরূপ সার্ভিস প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(২) রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবের সংখ্যা/সিলিং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় নির্ধারণ, হ্রাস/বৃদ্ধি করবে। বর্তমানে ঢাকা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলাচলের জন্য রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবের মোট রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা রয়েছে ১১,২৬০; তন্মধ্যে এসি ৪,৫১৩টি এবং নন-এসি (ইকনোমি) ৬,৭৪৭টি। ঢাকা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলাচলের জন্য ট্যাক্সিক্যাবের এ সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৮,০০০ (আঠার হাজার) নির্ধারণ করা হ'ল। বর্ধিত ৬,৭৪০টি ট্যাক্সিক্যাবের মধ্যে ২,০০০টি হবে নন-এসি এবং ৪,৭৪০টি হবে এসি।

(৩) ঢাকা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলাচলের জন্য ট্যাক্সিক্যাবের নতুন রেজিস্ট্রেশন (প্রতিস্থাপন ব্যতীত) পূর্বের ন্যায় সকল কোম্পানির অনুকূলে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে প্রদান করা হবে না। উপযুক্ততা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক কোম্পানিকে ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বিআরটিএ কর্তৃক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। বিজ্ঞাপনে কয়টি কোম্পানিকে ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হবে এবং আবেদনের শর্তসহ ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানির কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে সে সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকবে। ট্যাক্সিক্যাব

পরিচালনায় ইচ্ছুক কোম্পানির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই এর জন্য বিআরটিএ হতে "ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনার নিমিত্ত উপযুক্ত কোম্পানি নির্ধারণ কমিটি" এর নিকট প্রেরণ করা হবে। উক্ত কমিটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত হবে। কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত কোম্পানির অনুকূলে বিআরটিএ ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবে।

(৪) চট্টগ্রাম মহানগরী হতে কক্সবাজার জেলা শহর পর্যন্ত রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবের সর্বাধিক সংখ্যা (সিলিং) ৫০০ (পাঁচশত) আপাতত অপরিবর্তিত থাকবে।

(৫) সিলেট মহানগরীর জন্যও রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবের সর্বাধিক সংখ্যা (সিলিং) ২০০ (দুইশত) আপাতত অপরিবর্তিত থাকবে।

(৬) বর্তমানে একটি কোম্পানির কমপক্ষে ২০টি ট্যাক্সিক্যাবের একটি ফ্লিট থাকার নিয়ম রয়েছে। এ গাইডলাইন জারীর পর নতুন কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০০০ (এক হাজার)টি ট্যাক্সিক্যাবের একটি ফ্লিট থাকতে হবে।

(৭) কেবলমাত্র Taxpayer Identification Number (TIN) ধারী এবং ন্যূনতম ১০ (দশ) লক্ষ টাকা paid up capital সম্পন্ন পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির বর্তমানে ট্যাক্সিক্যাব হিসাবে মোটরযান আমদানি করার অনুমোদন রয়েছে। এখন হতে ন্যূনতম ২.৫০ কোটি টাকা paid up capital সম্পন্ন পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ট্যাক্সিক্যাব হিসাবে মোটরযান আমদানি করতে পারবে। ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিকে পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সকল শর্তাদি মেনে চলতে হবে।

(৮) **ঋণ খেলাপি কোন কোম্পানি ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনা করতে পারবে না**

(৯) প্রত্যেক ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে।

(১০) প্রতিটি কোম্পানির নিজস্ব ডিপো/পার্কিং গ্যারেজ (স্পেস) এবং ট্যাক্সিক্যাব মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং-এর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় ট্যাক্সিক্যাব চালানোর অনুমতি দেয়া যাবে না।

(১১) ট্যাক্সিক্যাব ও ট্যাক্সিক্যাবের কোম্পানির মধ্যে সর্বদা যোগাযোগের জন্য কোম্পানির নিজস্ব রেডিও টেলিফোন লিংক, সেল ফোন ও জিপিএস এর ব্যবস্থা সম্বলিত **কন্ট্রোল রুম থাকতে হবে।** কোন গ্রাহক টেলিফোনে ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়ার অর্ডার দিলে ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানি কর্তৃক **কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে** উক্ত অর্ডার প্রতিপালনের বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। **তাছাড়াও ট্রাক্সিক্যাবের গতিবিধি, অবস্থান ও ছিনতাই রোধকল্পে Vehicle Traking System এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।**

(১২) ট্যাক্সিক্যাবকে অবশ্যই কোম্পানিভিত্তিক পরিচালনা করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই ট্যাক্সিক্যাবকে লিজ প্রদান বা অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাবে না। বিআরটিএ'র পূর্বানুমতি ব্যতীত এক কোম্পানির ট্যাক্সিক্যাবকে অন্য কোন ব্যক্তি বা কোম্পানির নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাবে না, এমনকি অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালনা করার জন্য লিজ, চুক্তি বা আমমোক্তার (পাওয়ার অব এটর্নি) ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না। এ শর্ত অমান্য করলে উক্ত ট্যাক্সিক্যাবের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানির অনুকূলে নতুন করে কোন ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন/প্রতিস্থাপন প্রদান করা হবে না।

(১৩) ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিগুলো ব্যাংক বা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে এককভাবে ব্যাংকের নামে ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন না হয়ে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ধারা ৪১ মোতাবেক ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন হবে।

(১৪) কোম্পানির নিজস্ব নিয়োগকৃত দক্ষ ও বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইভারের মাধ্যমে ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনা করবে। **অটোরিক্সার ন্যায় ড্রাইভার কর্তৃক দৈনিক জমা প্রদানের ভিত্তিতে ট্যাক্সিক্যাব পরিচালনা করা যাবে না।**

(১৫) ট্যাক্সিক্যাবে নিয়োজিত ড্রাইভারগণকে ট্রাফিক আইন ও যাত্রীদের সাথে শোভনীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানির উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-খ ঃ ট্যাক্সিক্যাবের বৈশিষ্ট্য

(১) পেট্রোল অথবা সিএনজি ইঞ্জিনচালিত মোটরকার, স্টেশন ওয়াগন ও মাইক্রোবাস ধরনের মোটরযানকে ট্যাক্সিক্যাব হিসেবে চালানোর অনুমতি দেয়া হবে। তবে ডিজেল ইঞ্জিনচালিত মোটরকার, স্টেশন ওয়াগন ও মাইক্রোবাস ধরনের মোটরযানকে এ সার্ভিস চালুর পর উপযুক্ত সময়ে ট্যাক্সিক্যাব হিসেবে চালানোর বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(২) বর্তমানে চলাচলরত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাবের সর্বনিম্ন ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১৩০০ সিসি এবং ইকনোমি (নন-এসি) ট্যাক্সিক্যাবের সর্বনিম্ন ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ৮০০ (৭৯৬) সিসি বিদ্যমান রয়েছে। এ গাইডলাইন জারীর পূর্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদানকৃত সর্বনিম্ন ৮০০ (৭৯৬) সিসি'র ট্যাক্সিক্যাব ইকনোমিক লাইফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রুট পারমিট গ্রহণ সাপেক্ষে নির্ধারিত এলাকায় চলাচল করতে পারবে। এ গাইডলাইন জারীর পর নতুন রেজিস্ট্রেশন/প্রতিস্থাপন ক্ষেত্রে এসি/নন-এসি উভয় শ্রেণীর ট্যাক্সিক্যাবের সর্বনিম্ন ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১৫০০ সিসি হবে। তবে মাইক্রোবাস জাতীয় ট্যাক্সিকাবে সর্বনিম্ন ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ২০০০ সিসি হতে হবে। ট্যাক্সিক্যাব ৩ (তিন) বছরের অধিক পুরাতন হতে পারবে না। ট্যাক্সিকাবের বয়স গণনার ক্ষেত্রে চ্যাসিস তৈরির তারিখের পরবর্তী বছরের ১ লা জানুয়ারি হতে ট্যাক্সিকাবের বয়স গণনা শুরু করতে হবে।

(৩) ট্যাক্সিক্যাবের ইকনোমিক লাইফ হবে ১০ (দশ) বছর। তবে ২০০০ সিসি'র উর্ধ্বের ট্যাক্সিক্যাবের ইকনোমিক লাইফ ১২ (বার) বছর হতে পারে। ইকনোমিক লাইফ গণনার ক্ষেত্রে চ্যাসিস তৈরির তারিখের পরবর্তী বছরের ১লা জানুয়ারি হতে ট্যাক্সিক্যাবের ইকনোমিক লাইফ গণনা শুরু করতে হবে। এ মেয়াদান্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক এবং প্রযোজ্য অন্যান্য কর পরিশোধ করে ট্যাক্সিক্যাবকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে। বিক্রিত গাড়ি কোন অবস্থাতেই আর ট্যাক্সিক্যাব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত চলাচলের অযোগ্য/অনুপযোগী ট্যাক্সিক্যাবকে স্ক্র্যাপ করতে হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতি সংগ্রহ করতে হবে। ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানি নিজ উদ্যোগে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতঃপর বিআরটিএ'র মাধ্যমে চলাচলের অযোগ্য/অনুপযোগী ট্যাক্সিক্যাবকে স্ক্র্যাপ করে এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৫) ট্যাক্সিক্যাব উভয় পার্শ্বের দরজায় কোম্পানির নাম, মনোগ্রাম (যদি থাকে), টেলিফোন নম্বর এবং যাত্রী ও সর্বসাধারণের অভিযোগ জানানোর জন্য পিছনে সহজে দৃশ্যমান স্থানে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের টেলিফোন নম্বর লিপিবদ্ধ করে প্রদর্শন করতে হবে।

(৬) ট্যাক্সিক্যাবের ছাদের সম্মুখভাগে প্রস্থ বরাবর মাঝামাঝি অবস্থানে উপ-বৃত্তাকার প্লেটে "TAXI" শব্দটি লাল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে, যা বাতি/নিয়ন সাইন দ্বারা এমনভাবে আলোকিত থাকতে হবে যেন শব্দটি দিনে রাতে সহজেই দূর থেকে পড়া যায়।

(৭) মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ মোতাবেক ট্যাক্সিক্যাব কন্ট্রাক্ট ক্যারিজ হিসেবে পরিচালিত হবে এবং সরকার নির্ধারিত হারে মিটারের মাধ্যমে ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা সম্বলিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-গ ঃ ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপন

(১) গ্রাহকদের জন্য আরামদায়ক ও নির্ভরযোগ্য ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অকেজো/চলাচলের অযোগ্য, ইকনোমিক লাইফ অতিক্রান্ত এবং হারানো বা চুরি অন্য কোন কারণে চিরতরে ধ্বংস বা অস্তিত্বহীন হওয়া ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির থাকতে হবে। প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ট্যাক্সিক্যাবের সর্বনিম্ন ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১৫০০ সিসি হতে হবে। রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কোন অনুমতি বা অনাপত্তি পত্রের প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানি সংগ্রহ করবে।

(২) দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মূল যন্ত্রাংশের অভাব অথবা অপ্রত্যাশিত অন্য কোন কারণে ট্যাক্সিক্যাব অকেজো/চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পূর্বানুমতিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবে। আবেদনে উল্লেখিত ট্যাক্সিক্যাবসমূহকে বিআরটিএ'র স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে অকেজো/চলাচলের অযোগ্য ট্যাক্সিক্যাবকে স্ক্র্যাপ (scrap) করে এ সংক্রান্ত তালিকা বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকায় বর্ণিত স্ক্রেপকৃত ট্যাক্সিক্যাবের প্রযোজ্য কর/ফি নির্ধারণপূর্বক তা আদায় নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক ও প্রযোজ্য অন্যান্য কর আদায় নিশ্চিত করবে এবং স্ক্রেপকৃত ট্যাক্সিক্যাবের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আইন ও বিধি মোতাবেক বাতিলের ব্যবস্থা নিবে। অতঃপর পূর্বের রেজিস্ট্রেশনকৃত কোম্পানির নামে আইন ও বিধি মোতাবেক স্ক্রেপকৃত একটি ট্যাক্সিক্যাবের পরিবর্তে আরেকটি ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবে।

(৩) ইকোনোমিক লাইফ অতিক্রান্ত চলাচলের যোগ্য ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনে উল্লিখিত ট্যাক্সিক্যাবসমূহ চলাচলের যোগ্য কিনা সে বিষয়টি বিআরটিএ'র স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে সরেজমিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণপূর্বক ইকোনোমিক লাইফ অতিক্রান্ত চলাচলের যোগ্য ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের জন্য এ সংক্রান্ত তালিকা বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ উক্ত তালিকায় বর্ণিত ট্যাক্সিক্যাবের প্রযোজ্য 'ফি' নির্ধারণপূর্বক তা আদায় নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেয়াতী শুল্কে আমদানীকৃত ট্যাক্সিক্যাবের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক ও প্রযোজ্য অন্যান্য কর আদায় নিশ্চিত করবে এবং ইকনোমিক লাইফ অতিক্রান্ত উক্ত ট্যাক্সিক্যাবের রেজিস্ট্রেশন নম্বর আইন ও বিধি মোতাবেক বাতিলের ব্যবস্থা নিবে। অতঃপর পূর্বের রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানির নামে আইন ও বিধি মোতাবেক একটি ট্যাক্সিক্যাবের পরিবর্তে আরেকটি ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবে।

(৪) হারানো, চুরি, বিনষ্ঠ বা ধ্বংস হওয়ার কারণে কোন ট্যাক্সিক্যাবের বর্তমানে অস্তিত্ব না থাকলে সেক্ষেত্রে থানার জিডি এন্ট্রি, রেগুলার মামলার কপি, সংশ্লিষ্ট কোম্পানির হলফনামা ইত্যাদির ভিত্তিতে এবং বিআরটিএ'র স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একক ভিত্তিতে (case to case basis) প্রতিস্থাপনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

(৫) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও বিআরটিএ'র নিকট যদি প্রতিয়মান হয় যে, কোন কোম্পানি ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপন করতে ইচ্ছুক নয় বা সক্ষম নয়, তবে সেক্ষেত্রে অন্য কোন উপযুক্ত কোম্পানির অনুকুলে সমসংখ্যক ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

(৬) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক এবং প্রযোজ্য অন্যান্য কর/ফিস পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের নিমিত্ত রেজিস্ট্রেশন বাতিলকৃত ট্যাক্সিক্যাবের প্রাইভেট মোটরকার হিসেবে নতুন রেজিস্ট্রেশন প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

(৭) রেজিস্ট্রশন বাতিলকৃত ট্যাক্সিক্যাবের রেজিস্ট্রশন সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুরাতন ও প্রতিস্থাপনকৃত উভয় ট্যাক্সিক্যাবের নথিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। রেজিস্ট্রশন সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে হারানো সংক্রান্ত ডকুমেন্টস্/দলিলাদি উভয় নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৮) ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সংখ্যা সীমা বা সিলিং অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(৯) ট্যাক্সিক্যাব প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার ও অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল শর্তাদি পালন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-ঘ ঃ ট্যাক্সি মিটার

(১) সকল ট্যাক্সিক্যাবে বর্তমান বাজারে প্রচলিত ব্র্যান্ডের মিটার সংযোজন এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার হার সঠিকভাবে ক্যালিবারেশনপূর্বক ট্যাক্সিক্যাবের মিটারে প্রদর্শনের ব্যস্থা করতে হবে।

(২) সংযোজিত মিটারে নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো অবশ্যই থাকতে হবে ঃ

১. সরকার নির্ধারিত ভাড়ার হার এডজাস্ট/মডিফাই করে সীল করার ব্যবস্থা;

২. ভাড়া করার পর চালিত প্রকৃত দূরত্ব (কিঃমিঃ) এবং ভাড়া (টাকা) রেকর্ডের ব্যবস্থা;

৩. মোট দূরত্ব এবং মোট ভাড়া দিনে-রাতে পড়ার এবং পরিস্কার ও উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা;

৪. সরকার নির্ধারিত প্রাথমিক ভাড়া এবং এক-চতুর্থাংশ কিঃমিঃ ভাড়া রেকর্ড করার ব্যবস্থা;

৫. যাত্রী কর্তৃক ভাড়ার সময় এবং মোট ব্যবহার সময় রেকর্ড ব্যবস্থা;

৬. যাত্রী আসন থেকে সম্পূর্ণ মিটার অবলোকনের ব্যবস্থা;

৭. প্রতি ২ (দুই) মিনিট ওয়েটিং টাইমের জন্য এক-চতুর্থাংশ কিলোমিটারের ভাড়া রেকর্ড করার ব্যবস্থা।

(৩) মিটার সংযোজন ব্যতীত কোন ট্যাক্সিক্যাব রেজিস্ট্রেশন ও রাস্তায় চলাচলের অনুমতি দেয়া যাবে না। সংযোজিত ট্যাক্সি মিটার সার্বক্ষণিক কার্যপোযোগী রাখতে হবে।

(৪) বিকল/নষ্ট মিটার সম্বলিত ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া/যাত্রী পরিবহন করতে পারবে না। বিকল/নষ্ট মিটার সম্বলিত ট্যাক্সিক্যাবে যাত্রী পরিবহন করা হলে অথবা ট্যাক্সিক্যাবের মিটারে টেম্পারিং/Wrong adjustment পাওয়া গেলে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স/মালিকের গাড়ীর রুট পারমিট বাতিল করা হবে।

(৫) ট্যাক্সিক্যাব ভাড়ার জন্য উন্মুক্ত থাকলে "For Hire" এবং ভাড়া হওয়ার পর "Hired" শব্দটি ট্যাক্সিক্যাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-ঙ ঃ ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়ার হার

(১) নতুন গাইডলাইন জারীর পর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়া প্রথম ২ কিলোমিটারের জন্য ৬০ টাকা এবং ২ কিলোমিটার অতিক্রমের পর পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারের জন্য ১৫ টাকা হারে এক-চতুর্থাংশ কিলোমিটার বা অংশের জন্য ৩.৭৫ টাকা হারে। তবে নতুন গাইডলাইন জারীর পূর্বের ট্যাক্সিক্যাবের জন্য নতুন ভাড়ার হার প্রযোজ্য হবে না। ঐ সকল পুরাতন ট্যাক্সিক্যাবের জন্য পূর্বের ভাড়ার হার বহাল থাকবে। বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে পরিচালন ব্যয়, জ্বালানি মূল্য এবং আনুষংগিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সময় সময় এ ভাড়ার হার পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

(২) ইকনোমি ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়া প্রথম ২ কিলোমিটারের জন্য ৫০ টাকা এবং ২ কিলোমিটার অতিক্রমের পর পরবর্তী প্রতি কিলোমিটারের জন্য ১২ টাকা হারে এক-চতুর্থাংশ কিলোমিটার বা অংশের জন্য ৩ টাকা হবে। তবে নতুন গাইডলাইন জারীর পূর্বের ট্যাক্সিক্যাবের জন্য নতুন ভাড়ার হার প্রযোজ্য হবে না। ঐ সকল পুরাতন ট্যাক্সিক্যাবের জন্য পূর্বের ভাড়ার হার বহাল থাকবে। বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে পরিচালন ব্যয়, জ্বালানি মূল্য এবং আনুষংগিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সময় সময় এ ভাড়ার হার পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

(৩) প্রতি ২ (দুই) মিনিট ওয়েটিং টাইমের জন্য এক-চতুর্থাংশ কিলোমিটারের ভাড়া অর্থাৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাবের ক্ষেত্রে ৩.৭৫ এবং ইকনোমি ট্যাক্সিক্যাবের ক্ষেত্রে ৩.০০ টাকা প্রযোজ্য হবে।

(৪) গ্রাহক কর্তৃক টেলিফোনে ট্যাক্সিক্যাব 'কল' করা হলে, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাড়ার অতিরিক্ত ২০ (বিশ) টাকা প্রদেয় হবে।

অনুচ্ছেদ-চ ঃ ট্যাক্সিক্যাবের রং

(১) বর্তমানে রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি) ব্যবস্থা সম্বলিত ট্যাক্সিক্যাবের রং সম্পূর্ণ হলুদ (Yellow), শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাবিহীন (নন-এসি) সিএনজি চালিত ইকনোমি ট্যাক্সিক্যাবের বডির রং (উপরিভাগ ব্যতীত) সম্পূর্ণ স্কাই ব্লু এবং উপরিভাগ (ছাদ) সম্পূর্ণ সিলভার রং এবং সিএনজি চালিত নয় এমন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাবিহীন (নন-এসি) ইকনোমি ট্যাক্সিক্যাবের রং সম্পূর্ণ কালো (Black) করার নিয়ম রয়েছে। এ গাইডলাইন জারীর পূর্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদানকৃত ট্যাক্সিক্যাবের ক্ষেত্রে ইকনোমিক লাইফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বর্ণিত রং বহাল থাকবে। এ গাইডলাইন জারীর পর নতুন রেজিস্ট্রেশন/প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নন-এসি ইকোনমি ট্যাক্সিক্যাবের রং সম্পূর্ণ স্কাই ব্লু, এসি ট্যাক্সিক্যাবের রং সম্পূর্ণ হলুদ (Yellow) এবং ২০০০ সিসি বা তদূর্ধ্ব এসি ট্যাক্সিক্যাবের রং সম্পূর্ণ সবুজ হবে।

অনুচ্ছেদ-ছ ঃ রুট পারমিটের শর্তাদি

(১) মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এবং তদাধীনে প্রণীত মোটরযান বিধিতে বর্ণিত কন্ট্রাক্ট ক্যারেজ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল শর্তাদি ট্যাক্সিক্যাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২) ট্যাক্সিক্যাবে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চার্ট রাখতে হবে। যাত্রীগণ চাহিবামাত্র চালক তা দেখাতে বাধ্য থাকবেন।

(৩) নির্ধারিত স্ট্যান্ডে অবস্থানকালে কোন ট্যাক্সিক্যাব বোনাফাইড যাত্রী বহনে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না এবং স্বল্প দূরত্বসহ এ নীতিমালায় নির্ধারিত এলাকার মধ্যে যে কোন দূরত্বে যেতে বাধ্য থাকবে।

(৪) যাত্রীদের যে কোন অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড করার জন্য প্রত্যেক ট্যাক্সিক্যাবে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ রেকর্ড রেজিস্টার রাখতে হবে।

(৫) প্রতিটি কোম্পানির ট্যাক্সিক্যাব চালকদের জন্য আলাদা আইডি কার্ড/ব্যাজ এবং ইউনিফর্মের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক।

(৬) চালকের ছবিসহ পরিচয়পত্র যাত্রী সাধারণের সহজে অবলোকনের উপযোগী করে গাড়িতে প্রদর্শন করতে হবে।

(৭) নির্ধারিত ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ব্যতীত যাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন ট্যাক্সিক্যাব রাস্তার যেখানে সেখানে থেমে থাকতে পারবে না। তবে চলাচলের উপর (Mobilc) থাকতে পারবে।

(৮) প্রতিটি কোম্পানির সার্ভিস ২৪ ঘন্টা চালু রাখা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-জ ঃ অন্যান্য বিষয়

(১) ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস পরিচালনা, ভাড়ার চার্ট প্রদর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত আইন ও বিধিতে কোন সংশোধনী আনার প্রয়োজন হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিআরটিএ তা সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করবে।

(২) রেয়াতী শুল্কে আমদানিকৃত ট্যাক্সিক্যাবকে অবশ্যই ট্যাক্সিক্যাব হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় রেজিস্ট্রেশন বাতিল ও বাজেয়াপ্তকরণসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩) বিভিন্ন এলাকার গুরুত্ব এবং যাত্রী চাহিদা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (আরটিসি) ট্যাক্সিক্যাবের জন্য স্ট্যান্ড নির্ধারণ করবে।

(৪) ট্যাক্সিক্যাব রাস্তায় চলাচলকালে অথবা কোন স্ট্যান্ডে অবস্থানকালে কোন যাত্রী বা অন্য কাউকে চালকের নিকট গাড়ি চোর অথবা ছিনতাইকারী সন্দেহজনক মনে হলে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবশ্যই চালক অবহিত করবে। অন্যথায় চালককে চুরি বা ছিনতাইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা করা হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এরূপ অভিযোগের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-ঝ ঃ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানি/চালকদেরকে ট্যাক্সিক্যাব সংক্রান্ত যাবতীয় আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালা মেনে চলা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ মেনে চলতে হবে ঃ

(১) ট্রাফিক আইন মেনে চলা;

(২) মিটার টেম্পারিং থেকে বিরত থাকা;

(৩) ইউনিফর্ম ও ব্যাজ/পরিচয় পত্র বহন করা;

(৪) স্বল্প দূরত্বে চলাচল নিশ্চিত করা;

(৫) মিটার ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(৬) যাত্রীদের সাথে সদাচারণ করা;

(৭) ট্যাক্সিক্যাবে দায়িত্বরত অবস্থায় ধূপপান থেকে বিরত থাকা;

(৮) রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রুট পারমিট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন; ইন্সুরেন্স ইত্যাদি প্রযোজ্য কাগজপত্র গাড়ির সংগে রাখা;

(৯) ট্যাক্সিক্যাব চালানো অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা;

(১০) ট্যাক্সিক্যাব সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

(১১) ট্যাক্সিক্যাবে দায়িত্বরত চালকের পোশাক/ইউনিফর্ম সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;

(১২) সীট বেল্ট বাধা অবস্থায় গাড়ী চালানো; এবং

(১৩) যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা বিধানকল্পে সতর্ক ব্যবস্থা রাখা।

উপরোক্ত এক বা একাধিক বিষয় অমান্য করা হলে অথবা কোন ব্যত্যয় কিংবা শৃংখলা পরিপন্থি কোন আচরণ বা কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি/মালিক/ড্রাইভারের বিরুদ্ধে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক এবং দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-ঞ ঃ স্থায়ী কমিটি

ট্যাক্সিক্যাব গাইডলাইন প্রয়োগ ও এ সার্ভিসের উন্নয়নে সময় সময় পরামর্শ/সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি স্থায়ী কমিটি থাকবে। সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী এ কমিটি গঠন করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ-ট ঃ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

উপরোক্ত গাইডলাইন বর্ণিত নির্দেশাবলীর কোন বিচ্যুতি ঘটলে অথবা এ নীতিমালার পরিপন্থী কোন কাজ করা হলে অথবা এ নীতিমালার কোন নির্দেশনা অগ্রাহ্য করা হলে সংশ্লিষ্ট চালক ও কোম্পানির বিরুদ্ধে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-ঠ ঃ রহিতকরণ

(১) এই গাইডলাইন জারীর সাথে সাথে ইতিপূর্বে জারীকৃত ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস নীতিমালা, ১৯৯৮ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল আদেশ ও নির্দেশ ইত্যাদি রহিত করা হলো;

(২) উক্তরূপে রহিতকরণ সত্ত্বেও উহার অধীন চলমান কোন কার্যধারা এইরূপে নিস্পত্তি করতে হবে যেন উক্ত নীতিমালা রহিত করা হয়নি।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd